দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...0.1 SEP 1996
পৃষ্ঠা ...৭ কলাম ৭

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম আত্মসাতের অভিযোগ

ঝিনাইদহ, ৩১শে আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ভুয়া কার্ড ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে স্কুল কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ গত ৬ মাসে ৩ হাজার ৩শ' ৫২ কেজি গম আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হলে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে বলেও প্রাপ্ত অভিযোগে জানা গেছে।

প্রাপ্ত অভিযোগে জানা গেছে, জেলার শৈলকুপা থানার রূপদাহ–ব্যাসপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম বিতরণ কমিটির সভাপতি আবদুল মালেক ও প্রধান শিক্ষক আমিরুল ইসলাম ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে জানুয়ারি '৯৬ থেকে জুন '৯৬ পর্যন্ত ৬ মাসে ৩ হাজার ৩শ' ৫২ কেজি গম আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া মাথাপিছু ৩ টাকা করে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 'ক্যারিংকস্ট' বাবদও আদায় করা হয়েছে, যা নিয়মবহির্ভূত। প্রাপ্ত অভিযোগে আরও জানা গেছে, নিয়ম–বহির্ভূতভাবে বিত্তহীন ব্যক্তির ছেলে–মেয়েদের বাদ দিয়ে বিত্তবান ব্যক্তির ছেলেমেয়েদের মধ্যে কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ৫০ শতাংশের নিচে যাদের জমির পরিমাণ তাদের ছেলেমেয়ের নামে কার্ড বরাদ্দের কথা। কিন্তু এ নিয়ম মানা হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, ৬, ১০, ১৪, ২৩, ৫৯, ৬৩, ৫২, ৪৭, ৭৪, ৮৪, ১০৮, ১১৮, ১০৫, ১২৭, ১২৮ ও ১২৯ নং কার্ডধারী ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক এলাকার বিত্তবান লোক। এছাড়া কমিটির সভাপতি আবদুল মালেক ৪টি, কমিটির সদস্য মহসীন মোল্যা ২টি, মালেক খান ২টি, আবুজার মোল্যা ২টি, আবদুস সালাম খান ২টি, কাওসার মন্ডল ২টি এবং আকামত, মশিয়ার, লিয়াকত, খলিলুর রহমান ও সলেমান ১টি করে ভুয়া কার্ডের মালিক।

এলাকাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অতি সম্প্রতি থানা শিক্ষা অফিসার সরেজমিন তদন্ত করেন। সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি ঘটনার সত্যতাও স্বীকার করেন। তথাপি অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বরং বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা চলছে বলে উল্টো অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।